সমকাল

23 JAN 2017

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সারাদিন 'পড় পড়' কারও ভালো লাগে না

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চায় সমান গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি 'খেলাধুলা, সঙ্গীতচর্চা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশের সুযোগ হয়।'

প্রধানমন্ত্রী এ সময় শুধু লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত না রাখার জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা শিক্ষক তাদের আমি বলব, তারা এদিকে আরও মনোযোগী হবেন। শুধু সারাদিন যদি 'পড়', 'পড়', 'পড়'– বলতে থাকেন তাহলে এটা কারোই ভালো লাগে না।'

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যুক্ত থাকলে শিক্ষার্থীরা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে থাকবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি থেকে আমাদের ছেলে-মেয়েদের দূরে থাকতে হবে। কাজেই সেভাবে সচ্চরিত্রের আদর্শবান হয়ে বাংলাদেশকে যেন আগামী দিনে নেতৃত্ব দিতে পারে, আমাদের আজকের ছেলে-মেয়েদের সেভাবেই নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।'

তিনি গতকাল রোববার সকালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ৪৬তম শীতকালীন ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

সারাদিন 'পড় পড়' কারও

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এর আগে তিনি নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল এবং বাংলাদেশ গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশনের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ ডিসপ্লে উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান স্বাগত বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ফেডারেশন ও ক্রীড়া সংস্থার প্রধানরা এবং অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খবর বাসস ও বিডিনিউজের।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে প্রায় এক বছর ধরে নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যারা এই জাতীয় পর্যায়ে উঠে এসেছে তাদের সবাইকে জানান আন্তরিক অভিনন্দন। আজকে আমাদের প্রতিবন্ধীরাও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অনেক পুরস্কার নিয়ে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পড়াশোনার সময় পড়াশোনাও করতে হবে সেইসঙ্গে খেলাধুলাটাও থাকতে হবে। সংস্কৃতিচর্চাও থাকতে হবে। সেদিকে মনযোগ দিয়েই আমি সবাইকে কাজ করার আহ্বান জনাচ্ছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, এখানে যে খেলাধুলা হলো তাতে ১৬ হাজার ১০১টি বিদ্যালয়, ৭ হাজার ৬১১টি মাদ্রাসা থেকে ৭টি ইভেন্টে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ১৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০৮ জন প্রতিযোগী জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত কারণ এ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অনেক মেধাবী ক্রীড়াবিদ উঠে আসবে, যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

উল্লেখ্য, সারাদেশের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যায়ের স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সম্পর্কিত ১৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০৮ ক্রীড়াবিদ নিয়ে গত ১৬ জানুয়ারি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের শারীরিক শিক্ষা কলেজে এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়।